ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স- ১৪৮০
আগরতলা, ৮ জুলাই, ২০২৬

করদাতাগণ শুধুমাত্র আইনগত দায়িত্বই পালন করছেন না, তারা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সময়মতো কর দিয়ে করদাতাগণ শুধুমাত্র আইনগত দায়িত্বই পালন করছেন না, তারা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে, পরিকাঠামো নির্মাণেও একজন নাগরিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্য সরকার আগামী দিনে আরও প্রযুক্তি নির্ভর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক কর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ত্রিপুরা রাজ্য কর বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে সুবর্ণজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে ত্রিপুরা ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক ফর এনফোর্সমেন্ট ট্রেকিং এন্ড রিস্ক এনালিটিক্স বা ত্রিনেত্রা, ট্রুসিপ অ্যাপ (TRUESIP APP), আবগারী সাথি চ্যাটবুট এবং এক্সাইজ কানেক্ট (Excise Connect) ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় রাজ্য কর ও আবগারী বিভাগের কর্মসূচিকে আধুনিক স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে ‘সংকেত’ (SANKET) নামে নতুন ডিজিট্যাল মাধ্যমের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্য কর বিভাগের ৫০ বছরের গৌরবময় যাত্রার ঐতিহাসিক মুহুর্ত। দীর্ঘ ৫০ বছরে কর বিভাগ শুধু রাজস্ব সংগ্রহই করেনি, সেই সাথে রাজ্যের উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিট্যাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে যে ৫টি অ্যাপ এর সূচনা করা হল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এর ফলে করদাতাগণ আরও দ্রুত এবং সহজে কর দিতে পারবেন। নিয়মিত কর প্রদানকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের সহযোগিতাই রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের মূল শক্তি। এই ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলি কর ব্যবস্থাকে দক্ষ ও জনবান্ধব করে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই দপ্তর আরও দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে রাজ্যবাসীকে সঠিক পরিষেবা দেবে।

*****২য় পাতায়*

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় রাজ্য কর বিভাগের গত ৫০ বছরের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কর বিভাগের আধিকারিক, কর্মচারি এবং করদাতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যে কর সংগ্রহের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর কর প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আজ চালু হওয়া ডিজিট্যাল পদ্ধতিগুলি এই ব্যবস্থাকে আরও জনবান্ধব করে তুলবে। রাজ্যের উন্নয়নে নিয়মিত কর প্রদানের জন্য তিনি করদাতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৩ জন শীর্ষ করদাতাকে স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সংবর্ধনা জানান। কর বিভাগে ৫০ বছরের ইতিহাসের বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। কর বিভাগে ৫০ বছরের কাজের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য কর বিভাগের মুখ্য কমিশনার চিরঞ্জীব আনন্দ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সেন্ট্রাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স এর কমিশনারেটের কমিশনার কুন্দন যাদব। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন কর বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার এল রাঞ্খল।

*****